

মরী
১০ অক্টোবর, ১৮৯৭

অভিনন্দনদেয়,

কাশীর হইতে গত পরশু সন্ধ্যাকালে মরীতে পৌঁছিয়াছি। সকলেই বেশ আনন্দে ছিল। কেবল কেটলাল ও গুপ্তের মধ্যে মধ্যে জ্বর হইয়াছিল -- তাহাও সামান্য। এই Address (অভিনন্দনটি) খেতড়ির রাজার জন্য পাঠাইতে হইবে -- সোনালী রঙে ছাপাইয়া ইত্যাদি। রাজা ২১।২২ অক্টোবর নাগাদ বোম্বে পৌঁছিবেন। বোম্বেতে আমাদের কেহই এক্ষণে নাই। যদি কেহ থাকে, তাহাকে এক কপি পাঠাইয়া দিবে -- যাহাতে সে ব্যক্তি রাজাকে জাহাজেই ঐ Address প্রদান করে বা বোম্বে শহরেও কোথাও। উত্তম কপিটি খেতড়িতে পাঠাইবে। একটি মিটিং-এ (সভাতে) ঐটি পাস করিয়া লইবে। যদি কিছু বদলাইতে ইচ্ছা হয়, হানি নাই। তাহার পর সকলে সহি করিবে; কেবল আমার নামের জায়গাটা খালি রাখিবে -- আমি খেতড়ি যাইয়া সহি করিব। এ বিষয়ে কোন ত্রুটি না হয়। যোগেন কেমন আছে পত্র পাঠ লিখিবে -- লালা হংসরাজ সাহানী, উকিল, রাওলপিন্ডির ঠিকানা। রাজা বিনয়কৃষ্ণের তরফের Address (অভিনন্দন)-টা দুদিন নয় দেরি হবে -- আমাদেরটা যেন পৌঁছায়।

এইমাত্র তোমার ৫ তারিখের পত্র পাইলাম। যোগেনের সংবাদে বিশেষ আনন্দিত হইলাম এবং এই চিঠি পাইবার পূর্বেই হরিপ্রসন্ন বোধ হয় আম্বালায় পৌঁছিবেন। আমি তাহাদিগকে ঠিক ঠিক advice (নির্দেশ) সেখানে পাঠাইব। মা-ঠাকুরানীর জন্য ২০০ টাকা পাঠাইলাম -- প্রাপ্তিস্বীকার করিবে। ... ভবনাথের স্ত্রীর সম্বন্ধে কিছুই কেন লিখ নাই। তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলে কি?

ক্যাপ্টেন সেভিয়ার বলিতেছেন যে, তিনি জায়গার জন্য অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। মসুরীর নিকট বা অন্য কোনও central (কেন্দ্রস্থানীয়) জায়গায় একটা স্থান যত শীঘ্র হয় -- তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যে, মঠ হতে দু-তিন জন এসে জায়গা select (পছন্দ) করে। তাদের মনোনীত হলেই তিনি মরী হতে গিয়ে খরিদ করে একদম বিল্ডিং শুরু করবেন। খরচ অবশ্য তিনিই পাঠাবেন। আমার selection (পছন্দ) তো এক আমাদের ইঞ্জিনিয়ার। বাকি আর যে যে এ বিষয়ে বোঝে -- পাঠাবে। ভাব এই যে, খুব ঠান্ডা স্থানেও কাজ নাই, আবার বড় গরমও না হয়। দেৱাদুন গরমিকালে অসহ্য -- শীতকালে বেশ। মসুরী itself (খাস মসুরী) শীতকালে বোধ হয় সকলের পক্ষে ঠিক নয়। তার আগিয়ে বা পেছিয়ে -- অর্থাৎ ব্রিটিশ বা গাডোয়াল রাজ্যে জায়গা পাওয়া যাবেই। অথচ সেই জায়গায় বারমাস জল চাই নাইবার-খাবার জন্য। এ বিষয়ে মিঃ সেভিয়ার তোমায় খরচ পাঠিয়ে চিঠি লিখছেন। তাঁর সঙ্গে সমস্ত ঠিকানা করবে।

আমার plan (পরিকল্পনা) এক্ষণে এই -- নিরঞ্জন, লাটু, দীনু এবং কৃষ্ণলালকে জয়পুরে পাঠাই; আমার সঙ্গে কেবল অচু আর গুপ্ত। মরী থেকে রাওলপিন্ডি, তথা হতে জম্মু, সেখান হতে লাহোর, তারপর একেবারে করাচি তথা হতে। আমি এখান হইতেই মঠের জন্য collection (অর্থসংগ্রহ) আরম্ভ করিলাম। যেখান হতে তোমার নামে টাকা আসুক না, তুমি মঠের ফন্ডে জমা করিবে ও দুরন্ত হিসাব রাখিবে। দুটো ফন্ড আলাদা -- একটা কলকাতার মঠের জন্য, আর একটা famine work etc. (দুর্ভিক্ষ সেবাকার্য ইত্যাদি)। আজ সারদা ও গঙ্গার দুই চিঠি পাইলাম। কাল তাদের চিঠি লিখব। আমার বোধ হয় সারদাকে ওখানে না পাঠিয়ে Central Province

(মধ্যপ্রদেশ)-এ পাঠান ভাল ছিল। সেখানে সাগরে ও নাগপুরে আমার অনেক লোক আছে -- ধনী ও পয়সা-
দেনেওয়াল ইত্যাদি। যাহা হউক, আসছে নভেম্বরে সব হবে। আজ বড় তাড়া। এইখানেই শেষ।

শশীবাবুকে আমার বিশেষ আশীর্বাদ ও প্রণয় দিও। মাস্টারমহাশয় এতদিন বাদে কোমর বেঁধে
নেমেছেন দেখছি। তাঁকে আমার বিশেষ প্রণয়ালিঙ্গন দিও। এইবার তিনি জেগেছেন দেখে আমার বুক দশহাত হয়ে
উঠল। আমি কালই তাঁকে পত্র লিখছি। অলমিতি -- ওয়া গুরুকী ফতে -- To work! to work! (কাজে লেগে
যাও, কাজে লেগে যাও)। তোমার সব চিঠিপত্র পেয়েছি। ইতি

বিবেকানন্দ